স্টাফ রপিোর্টার: যুক্তরাষ্ট্রে বএিনপরি ‘যখোনে শেখে হাসনিা সখোনইে প্রতরিোধ’ শরিোনামে কর্মসূচরি সমর্থনে সংবাদ সম্মলেন করছেে দলটা। গত শুক্রবার নউি ইয়র্কে অনুষ্ঠতি এ সম্মলেনে ২৩ থকেে ২৮ সপে্টম্বের প্রধানমন্ত্রী শেখে হাসনিার নউি ইয়র্ক সফর উপলক্ষে বকি্ষোভ কর্মসূচরি ঘোষণা দয়ে স্থানীয় বএিনপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো। এতে লখিতি বক্তব্য পড়ে শোনান দলটরি সাবকে সভাপতি আবদুল লতফি সম্রাট। তনিি বলনে, রাষ্ট্রীয় বাংক, প্রাইভটে ব্যাংকসহ বাংলাদশে ব্যাংকে অবাধে লুটপাট হচ্ছে। শয়োর মার্কটে থকেে ৯০ হাজার কোটি টাকা সরানোর তদন্ত রপিোর্ট আজ অবধি প্রকাশ করা হয়নি, বচিার তো অনকে দূররে কথা। ডসেটেনিসিহ অনকেগুলো প্রতারক-প্রতষি্ঠান ব্যবহার করে আওয়ামী লীগরে নতোরা সাধারণ মানুষরে পুঁজি কানাডাসহ ইউরোপ-আমরেকিায় পাচার করছে, যা গত ১০ বছরে প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকার সমান। এ অর্থনতৈকি নরৈাজ্য থামাতে হলে শেখে হাসনিাকে থামাতে হবে। সম্রাট আরও বলনে, শেখে হাসনিাকে ক্ষমতা থকেে বদিায় করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। ১/১১তে গঠতি সনো সমর্থতি সরকারকে হঠাতে যে ধরনরে দুর্বার আন্দোলন এ নউি ইয়র্ক থকেে রচতি হয়ছেলি, এবারও তমেনটি ঘটব। বাংলাদশেরে গণতন্ত্র রক্ষায় আন্দোলনরে বকিল্প নইে। সংবাদ সম্মলেনে সূচনা বক্তব্য দনে যুবদলরে কন্দ্রেীয় নতো এম এ বাতনি। সাংবাদকিদরে বভিনি্ন প্রশ্নরে উত্তর দনে বএিনপরি কন্দ্রেীয় কমটিরি সাবকে আন্তর্জাতকি সম্পাদক গয়িাস আহমদে, সাবকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সোলায়মান ভূইয়া ও সাবকে সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল। নতো-কর্মীদরে মধ্যে আরও উপস্থতি ছলিনে যুক্তরাষ্ট্র মুক্তযিোদ্ধা দলরে সভাপতি বাবরউদ্দনি, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসরে সভাপতি আবু তাহরে, ছাত্রদলরে যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, বএিনপি নতো কাজী আজহারুল হক মলিন, নয়িাজ আহমদে জুয়লে, আনোয়ারুল ইসলাম, বাবুল চৌধুরী, মাহফুজুল মাওলা নান্নু, সোহরাব হোসনে, নাসমি আহমদে, জাহাঙ্গরি সোহরাওয়ার্দী, আনোয়ার হোসনে, সয়ৈদা মাহমুদা শরিনি, আরফি ও শাহাদ। হোসনে রাজু। এদকিে দলরে নতো-কর্মীরা জানান, ৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র বএিনপরি কমটিি ভঙ্গে দয়ো হয়ছে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বএিনপরি কমটিরি অনুমোদন না আসায় সাবকে কর্মকর্তারা ৫ খ-ে বভিক্ত হয়ে বভিনি্ন কার্যক্রম-আন্দোলন পরচিালনা করছনে। সম্প্রতি দলটরি মহাসচবি মরি্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নউি ইয়র্ক ও ওয়াশংিটন ডি.সি সিফররে সময় যুক্তরাষ্ট্র বএিনপরি কারও সঙ্গে দখো না করায় ক্ষোভ জানয়িছেনে দলটরি কছিু নতো-কর্মী। এ প্রসঙ্গে লতফি সম্রাট বলনে, যুক্তরাজ্য ও ফনিল্যান্ডসহ বভিনি্ন দশেে কমটিরি অনুমোদন দওেয়া হয়ছে। কনি্তু যুক্তরাষ্ট্ররে কমটিরি খবর নইে। এ নয়িে আমরা হতাশ হলওে সময়রে প্রয়োজনে রাজপথ ছাড়নি। গয়িাস আহমদে বলনে, পদ-পদবরি তোয়াক্কা না করে আমরা বএিনপরি এ চরম সংকটে মাঠে রয়ছে। চয়োরপারসন বগেম খালদো জয়িা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলব।